দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ .....

পাঠাগার ও বিজ্ঞানাগার বন্ধ রেখে সৃজনশীল শিক্ষা!

আশরাফুল ইসলাম

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও অনুমোদনের শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—পাঠাগার ও বিজ্ঞানাগার স্থাপন। এক সময় শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্য বিজ্ঞানাগার স্থাপনের শর্ত থাকলেও এখন কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগেও পরীক্ষণ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় আবশ্যিকভাবে অধ্যয়ন করতে হচ্ছে। এছাড়া, সাম্প্রতিক বছরে সকল বিভাগের জন্য কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীরা কখনো ওই যন্ত্রটি চোখেও দেখেনি, ছুঁয়েও দেখেনি। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে—মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান পরীক্ষাগার প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানাগার নেই অথবা থাকলেও কখনো খোলা হয় না পরীক্ষাগারের দরজা। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে শিক্ষার্থীরা পার পেয়ে যাচ্ছে চূড়ান্ত পরীক্ষার লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা থেকে। ফলে কোনো কোনো কলেজের শতাধিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে কৃতকার্য হয়েছেন। এছাড়াও সৃজনশীল শিক্ষার তীর্থস্থান হিসাবে বিবেচিত হওয়ার কথা থাকলেও দেশের বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠাগার প্রায় সারা বছর বন্ধ থাকে। মফস্বলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পাঠাগার শব্দটার সঙ্গেই অপরিচিত। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনার পূর্বে নিশ্চিত করতে হয় যে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুই হাজার বই এবং স্নাতক পর্যায়ের জন্য তিন হাজার বই সংবলিত পাঠাগার রয়েছে। স্নাতক সম্মান কোর্সের প্রতি বিষয়ের জন্য কেন্দ্রীয় পাঠাগার ছাড়াও বাড়তি দেড় হাজার বইয়ের সেমিনার কক্ষ থাকা বাধ্যতামূলক। দেখা যাচ্ছে, পাঠদান অনুমতির আগে ধার করে বই এনে পাঠাগার বা সেমিনার কক্ষ দেখানো হয়। আর যেসব প্রতিষ্ঠানে বই আছে, সেগুলো শোভা পায় অফিস কক্ষে নতুবা বদ্ধ গুদামে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদনের পর বিজ্ঞানাগার ও পাঠাগারের দরজা বন্ধ রেখে ব্যবহারিক, প্রায়োগিক ও সৃজনশীল শিক্ষাদানকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেওয়া হচ্ছে লাখ লাখ শিক্ষার্থীকে। অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণিকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রধান অনুষঙ্গ পাঠাগার ও বিজ্ঞানাগার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা দেখে মনে হয় সৃজনশীল শিক্ষা মানেই পড়ালেখা ও জ্ঞানহীন শিক্ষা এবং বাণিজ্যিক ফায়দা হাসিলের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়ে কমিয়ে দিচ্ছে শিক্ষার মান-সম্মান। তা না হলে, শিক্ষার্থীর প্রধান বিকাশাগার—পাঠাগার আর পরীক্ষাগার ছাড়া শিক্ষা সম্পন্ন হচ্ছে কিভাবে? তাই, অলৌকিক ক্ষমতাবলে পাসের হার বাড়ছে বলে আনন্দিত হবার কিছু নাই। কারণ, এরা অন্তসারশূন্য হয়ে বাড়ছে। বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্তৃপক্ষের সচেতনতা আশা করছি।

লুবিগঞ্জ